

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল চেয়ে লিগ্যাল নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক >

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের গত ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল চেয়ে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দ। একই সঙ্গে নতুন করে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এ নোটিশে। মন্ত্রিপরিষদসচিব, আইনসচিব ও স্বাস্থ্যসচিব বরাবর গতকাল শনিবার এ নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই পরীক্ষা বাতিল করা না হলে উচ্চ আদালতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ড. ইউনুস আলী আকন্দ। তিনি বলেন, গত ১৮ সেপ্টেম্বর সারা দেশে একযোগে যে প্রস্তুতি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে, তার সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রস্তুতির দিল পাওয়া গেছে।

তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা : মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি ফাঁসে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) 'সহকারী পরিচালক (এডি) ওমর নিরাজসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে রাব। গতকাল বিকেলে রাব-৪-এর উপপরিদর্শক (এসআই) আমীরুল রাহি বাদী হয়ে গেরে বাংলাদেশ থানায় মামলাটি করেন। অন্য দুই আনাদি হলেন জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সাবেক স্টোরিকিয়ার রেজাউল করিম ও কলেজছাত্র ইশান ইমতিয়াজ হুদয়।

বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ : দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে গতকালও প্রস্তুতি ফাঁসের অভিযোগ এসেছে। পত্রিকা অফিস ফোন করেও শিক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগ জানায়। রংপুর থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া একজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করে কালের কণ্ঠকে

বলে, 'আগের রাতেই ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ে। আমি এই প্রশ্নকে পাতা না দিলেও পরীক্ষা দিয়ে এসে দেখলাম মিলে গেছে। এখন আমার পক্ষে তো ৮০ নম্বর পাওয়াটাই কষ্টকর হবে। কিন্তু যারা প্রশ্ন পেয়েছে তারা কমপক্ষে ৯০ পাবে। তাহলে আমাদের এত পড়ালেখার মূল্য কী রইল? তাই আমরা এ পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানাই।'

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের দুই কর্মী বরখাস্ত : বিভিন্ন উজ্জ্বল জানায়, ভর্তি ও নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ব্যক্তিগত সহকারীসহ দুই কর্মীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বহিষ্কৃতরা হলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ব্যক্তিগত সহকারী নাজমুল আহসান ও স্টোরিকিয়ার রেজাউল করিম। শুক্রবার মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ইউজিসি ভবনে অভিযান চালিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে রাব যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন রেজাউল। 'প্রশ্ন গেলে বাহিরে, ডাক্তার হবে হাতুড়ে' : সিলেট অফিস জানায়, 'প্রশ্ন গেলে বাহিরে, ডাক্তার হবে হাতুড়ে'—এই স্লোগানে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন করেছে ২০১৪-১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, পরীক্ষার আগের দিন হোয়াটস আপ ও ভাইবারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন সকালে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হুবহু এই প্রশ্নগুলোই চলে আসে।